ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 136 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৯২ ● কলকাতা ● ১৪ কার্ত্তিক, ১৪৩২ ● শনিবার ● ০১ নভেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভোটের মুখে তড়িঘড়ি SIR কেন? এ নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে দায়ের জনস্বার্থ মামলা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি এসআইআর কেন? প্রশ্ন তুলে হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করলেন পিন্টু কারার। মামলাকারীর দাবি, এসআইআরের সময়সীমা বাড়ানো হোক। আগামী সপ্তাহেই শুনানির সম্ভাবনা।জানা গিয়েছে, মামলাকারী SIR-এর সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন করেছেন। আদালতের নজরদারিতে SIR করার কথাও বলেছেন। পাশাপাশি কেন SIR প্রয়োজন? তা স্পষ্ট করার কথাও বলেছেন। একইসঙ্গে ২০০২ সালের সম্পূর্ণ ভোটার তালিকা প্রকাশের আর্জি করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, ২০০২ সালে বাংলায় শেষবার এসআইআর হয়েছিল। সেই মোতাবেক এবারের এসআইআরে ওই বছরের ভোটার তালিকাকে গুরুত্ব দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। যাঁদের নাম সেই বছরের তালিকায় রয়েছে, তাঁদের আর কোনও অতিরিক্ত নথি দেখাতে হবে না বলে জানানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমজনতার মনে ভয় যদি নাম বাদ যায়, কী হবে?গত সোমবার বাংলায় এসআইআর ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে প্রক্রিয়া।আমজনতার মনে হাজার হাজার প্রশ্ন। তৃণমূলের দাবি, ভোটে ফায়দা নিতে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ছাব্বিশের আগে এসআইআর। এই নিয়ে সরগরম রাজ্য-রাজনীতি। এরই মাঝে শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্টে এসআইআর নিয়ে মামলা দায়েরের অনুমতি চান মামলাকারীর আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। তাতেই ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল জানান, অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই, মামলা দায়ের হলে শুনানি হবে। জানা গিয়েছে, দায়ের হয়েছে মামলা।

পর্ব 99

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

যেমন একজন মানুষ সামনে আসলে চোখ তার বাইরের শরীরের তথ্য দেয়, ঠিক সেইরকম যদি আপনি আপনার প্রভাবশালী চিত্ত ঐ ব্যক্তির উপর দেন তাহলে তা ঐ ব্যক্তির বিচারের, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের তথ্য দিতে পারে। প্রভাবশালী চিত্তের দ্বারাই অন্তর্যামী শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

"একজন মানুষ ১২ বৎসর পর্যন্ত ধ্যানসাধনা করে নিজের চিত্তের উপর নিয়ন্ত্রণ করে এই স্থিতি প্রাপ্ত করতে পারে। এক প্রভাবশালী চিত্ত হওয়ার পরে ঐ ব্যক্তিতে এক চুম্বকীয় শক্তি নির্মাণ হয়ে যায়। তাঁর ভিতর থেকে সর্বদা ইতিবাচক (হাঁ-ধর্মী, পজিটিভ) শক্তি বইতে থাকে।

ক্রমশঃ

পদ্মের কোর কমিটিতে দিলীপ ঘোষ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে মঙ্গলবার থেকেই পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়েছে এসআইআর তথা বিশেষ নিবিড় সংশোধনী। দ্রুত চড়ছে রাজনীতির পারদ। এর মাঝেই বঙ্গ বিজেপিতে ঝড়। ফিরে আসছেন দিলীপ ঘোষ? বিজেপির অন্দরের খবর অবশেষে জল গলছে। শনিবার বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করছেন দিলীপ ঘোষ।সূত্রের খবর, শমীক ভট্টাচার্য, রাহুল সিনহা-সহ সব বিজেপির কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, দুপুর তিনটের সময় হবে এই অনুষ্ঠান। দিলীপ ঘোষকে নিয়ে বহু বিতর্কের কার্যত অবসান হবে শনিবারের এই বিজয় সম্মিলনী অনুষ্ঠানে। অনেকেই বলছেন, আসন্ন নির্বাচনে দিলীপ ঘোষকে কাজে লাগাতে চান শমীক ভট্টাচার্য। তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে রাজ্য অফিস ব্যাবহার করার অনুমতি মিললো বলে মনে করা হচ্ছে।বিজেপির পুরনো অফিস ৬ নম্বর মুরলীধর সেন লেনেই হবে এই আয়োজন।

যে অফিসে বসে তিনি বিজেপিকে পশ্চিমবঙ্গে ১৮ জন সাংসদ এবং ৭৭ বিধায়ক দিয়েছিলেন সেখানেই তাঁর এই আয়োজনে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। মাঝে বেশ কিছু বছর বিজেপি-তে প্রায় একঘরে হয়েছিলেন দিলীপ। এই অফিসেই তিনি এতদিন ঢুকতে পারতেন না। এমনকি পার্টি অফিসে তাঁর ঘর পর্যন্ত ভেঙে দেওয়া হয়। দপ্তরের নিচের হলঘরে কর্মীদের সঙ্গে কথা বলার অপরাধে ওই ঘরে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়।

সম্প্রতি শমীক ভট্টাচার্য দলের সভাপতি হন। এরপরেই মনে করা হচ্ছিল ব্যপক রদবদল হবে দলের অন্দরে। নভেম্বরেই নতুন কমিটি ঘোষণা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। সভাপতি হওয়ার পরেই শমীক ভট্টাচার্য উদ্যোগ নেন দিলীপের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার। বিজয়া সম্মিলনী আয়োজনের খবরে রাজনৈতিক মহলের জল্পনা, ফের দিলীপ ঘোষকে কোর কমিটিতে নিয়ে আসা হতে পারে।

রবি নয়, ছুটি থাকবে 'জুম্মাবারে'!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রবিবারের পরিবর্তে এখন থেকে ছুটি থাকবে জুম্মাবারে (শুক্রবার)। ' সম্প্রতি এমনই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরের আঞ্জুমান ইসলামিয়া ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। এই নির্দেশিকা প্রকাশ্যে আসার পর বিতর্ক চরম আকার নিয়েছে বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে।এদিকে গোটা ঘটনায় সরব হয়েছে বিজেপি। বিধায়ক রামেশ্বর শর্মা বলেন, স্কুল কবে বন্ধ থাকবে তা মোল্লা ও ধর্মগুরুরা ঠিক করবে না। ছুটি কবে থাকবেন সে সিদ্ধান্ত স্কুল নিতে পারে না। সরকার সে বিষয়ে

এরপর ৩ পাতায়

জগদ্ধাত্রী পুজোয় উঠে এল এক টুকরো চন্দননগর

বেবি চক্রবর্তী

দীপাবলির আলো ফিকে হওয়ার আগেই দক্ষিণ কলকাতার জোকায় ডি.টি.সি সাউদার্ন হাইটস আবাসনে জগদ্ধাত্রী পুজোয় দেখা মিলল এক টুকরো চন্দননগর! এবছর প্রথমবারের মতো এই আবাসনে আয়োজন করা হয়েছে জগদ্ধাত্রী পূজার, যার মূল ভাবনা "সনাতন সংস্কৃতি"। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার অনন্য মেলবন্ধনে গড়ে উঠেছে এই পূজা মণ্ডপে। যেন ছোট্ট চন্দননগর নেমে এসেছে দক্ষিণ কলকাতার এই আবাসনে। পাশাপাশি এই আবাসনের প্রায় ১৩০০ ফ্ল্যাট ও সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি বাসিন্দাকে একত্রিত করে এই পূজার আয়োজন করেছে ডি.টি.সি সাউদার্ন হাইটস কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন।

এরপর পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট পুলক কুমার মুখার্জি জানিয়েছেন, "আমাদের উদ্দেশ্য হল সনাতন ধর্মের রীতি মেনে পূজা করা এবং চন্দননগরের ঐতিহ্যকে এই আবাসনের মানুষদের সামনে তুলে ধরা।" মণ্ডপের ভাবনা ও নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন পূজা কমিটির সদস্য সলিল কুমার দাস। তাঁর নকশা ও তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছে মনোমুগ্ধকর প্যান্ডেল, যা আলো, রঙ ও শৈল্পিকতায় যেন হুবহু চন্দননগরের স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছে।

পুজো পরিচালনার দায়িত্বে থাকা সদস্য দের মধ্যে অন্যতম অংকুর রায় এবং নুপুর ভট্টাচার্য। বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, এই প্রথম বছরের পূজোতেই এমন সাড়া পড়েছে যে আগামী বছর আরও বড় পরিসরে, আরও মনোজ্ঞভাবে পূজা আয়োজনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।

(২ পাতার পর)

রবি নয়, ছুটি থাকবে 'জুম্মাবারে'!

সিদ্ধান্ত নেবে। সংবিধানের উপরে কেউ যেতে পারে না। প্রতিটি স্কুল যদি নিজের মতো করে ছুটি ঘোষণা করে তবে অব্যবস্থা চরম আকার নেবে। সকলকে আইন মেনে চলতে হবে। যদি শুক্রবার ছুটি ঘোষণা হয়ে থাকে তবে তা বাতিল করুন না হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।এহেন নির্দেশিকা অসাংবিধানিক বলে দাবি করে নিন্দায় সরব হয়েছে বিজেপি।

জানা যাচ্ছে, সম্প্রতি ওই স্কুলের পড়ুয়াদের অভিভাবকদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপে একটি মেসেজ আসে। যেখানে স্কুল কর্তৃপক্ষের সাক্ষর করা একটি নোটিস পাঠানো হয়। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, এখন থেকে স্কুলের সাপ্তাহিক ছুটি থাকবে শুক্রবার। আগে যে ছুটি রবিবার ছিল। এখন থেকে রবিবার অন্যান্য দিনের মতো নিয়মিত ক্লাস হবে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই কার্যকর হবে নয়া নিয়ম। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি বাড়াতে এবং তাদের উপর সদর্থক প্রভাব বাড়াতে এই পদক্ষেপ। নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে খোদ স্কুলের প্রিন্সিপালের তরফে।

এদিকে এই ঘটনা সামনে আসার পর ক্ষোভ বাড়তে শুরু করেছে। অভিযোগ করা হচ্ছে, 'ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে ছেলেখেলা চলছে।' পড়ুয়াদের অভিভাবকরাও এই ঘটনায় যারপরনাই ক্ষুব্ধ। তাঁদের অভিযোগ, 'রবিবার ছুটি সন্তানের সঙ্গে সময় কাটানোর একমাত্র অবসর। ওই দিন গোটা শহর ছুটি কাটায়। ফলে ওই দিন বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানো অত্যন্ত অসুবিধার ও ঝুঁকিপূর্ণ।' ছুটি বদল নিয়ে বিতর্কের মাঝেই মুখ খুলেছেন স্কুল ট্রাস্টের অধ্যক্ষ। তিনি বলেন, জুম্মার দিন নামাজ পড়ার কারণে বহু পড়ুয়া স্কুলে আসে না। যার ফলে শিক্ষাব্যবস্থা প্রভাবিত হয়। ক্লাসে পড়ুয়া না থাকায় পড়াশুনার ক্ষতি হয়। স্কুলটি মুসলিম অঞ্চলে অবস্থিত ফলে দিনের পর দিন এই সমস্যার জেরে বাধ্য হয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২০০২ সালের ভোটার লিস্টের সঙ্গে কোন জেলায় কত মিল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঘোষণা হয়ে গিয়েছে এসআইআরের। তার আগেই সিংহভাগ জেলায় শেষ ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিংয়ের কাজ। ২০০২ সালের ভোটার লিস্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে সাম্প্রতিক ভোটার লিস্ট। আর তাতেই উঠে আসছে চমকপ্রদ তথ্য। কোন জেলায় কত শতাংশ মানুষের ক্ষেত্রে পাওয়া গেল মিল? কিন্তু যাঁদের মিল পাওয়া গেল না, তাঁদেরই বা কী হবে?শতাংশের হারটা দেখেই বুঝতে পারছেন, সিংহভাগ জেলাতেই এই ম্যাপিং ঘোরাঘুরি করথে ৪৫ থেকে ৫৫ বা ওই ৬০ শতাংশের মধ্যে। কমিশন যদিও এ ক্ষেত্রে একাধিক কারণ থাকতে পারে বলে জানাচ্ছে। অনেকের ক্ষেত্রেই ২০০২ সালে যে জেলা থেকে, যে এলাকা থেকে ভোটার তালিকায় নাম উঠেছিল তাঁদের পরবর্তীতে কর্মক্ষেত্রের বদল, বাড়ি বদল সহ নানা কারণে ঠিকানা বদলেছেন। তাঁদের অনেকেরই বদলেছে ভোটার কার্ডের ঠিকানা। অনেক ক্ষেত্রেই আবার অনেক মহিলাদেরই বিয়ে

হয়েছে অন্য জেলায়। সে ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে একই ছবি। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে মোট ভোটারের সংখ্যা ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫২৯। তাই এসআইআর শুরুর আগেই ম্যাপিং করে নিয়ে মাঠে নামাটা যে কমিশনের জন্য খুবই দরকারি ছিল তা মানছেন কমিশনের কর্তারা। অর্থাৎ, কোথায় কোথায় কার কার নাম আছে সেটা কমিশন জেনে নিল। সেই অনুযায়ী চলবে এবার গোটা প্রক্রিয়া। সেই অনুযায়ী বাড়ি বাড়ি যাবে এনুমারেশন ফর্ম। এই ফর্মের আবার দুটো পার্ট থাকছে। একটা অংশ থাকছে অল্ড ফটো অর্থাৎ পুরনো ফোটোর সেকশন। এখানে আপনার বর্তমান ভোটার কার্ডে যে ছবি রয়েছে যা তথ্য রয়েছে সেটা কমিশন আগাম ছাপিয়ে নিয়ে যাবে। অন্যদিকে যাঁদের সাম্প্রতিককালে নাম উঠেছে, কিন্তু ২০০২ সালে নাম ছিল না তাঁদের ক্ষেত্রেও আগাম চেক করে রাখবে কমিশনই। অর্থাৎ ধরা যাক কারও নাম ২০২০ সালে উঠেছে, তাঁর মা বাবার নাম ২০০২ সালের লিস্টে ছিল। সেটাই আগেই চেক করে, সেই অনুযায়ী তথ্য ফর্মে ভর্তি করে আপনার বাড়ি নিয়ে যাবে বিএলও। ওল্ড ফোটোর পাশেই থাকবে নিউ ফোটো সেকশন। সেখানে নতুন ফোটে দিয়ে বাকি অংশ ভর্তি করে আপনাকে জমা দিতে হবে বিএলও-র কাছে। কিন্তু, ২০০২ সালের লিস্টের সঙ্গে যাঁদের লিঙ্ক নেই। অর্থাৎ নিজের নামও নেই, বাবা-মার সূত্রও খুঁজে পাওয়া যায়নি তাঁদের নোটিস পাঠাবে কমিশন। তারপর হিয়ারংয়ের ডেট দেওয়া হবে। যাচাই হবে তথ্য।আর কেনই বা হল না স্ক্যাচিং? অনেক ক্ষেত্রেই এটাকে 'ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিং' বলে অভিহিত করা হলেও কমিশন কিন্তু এটাকে 'টেবিল টপ এক্সারসাইজ' বলে অ্যাখ্যায়িত করছে। এটা আদপেই কমিশনের ইন্টারন্যাল ম্যাটার। ২০০২ এর ভোটার তালিকার সঙ্গে সাম্প্রতিক ভোটার

এরপর ৪ পাতায়

ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু দিবসে ফিরে দেখা

(প্রথম ভাগ)

ঝুমা সরকার

ফি বছর ৩১ শে অক্টোবর দিনটি আসলেই ভারতবাসীর মনে ভেসে ওঠে সেই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার কথা। ১৯৮৪ সালে ৩১শে অক্টোবর নতুন দিল্লিতে নিজের বাসভবনে নিজের দেহরক্ষীদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আজ থেকে ঠিক ৪১ বছর আগে। বাংলার বাউল সম্রাট গোষ্ঠ গোপাল দাস ইন্দিরা গান্ধীর এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনাকে স্মরণ করে একটি গান রচনা করেছিলেন, " কি নিদারুণ খবর পেল ভারতবাসী বেতারে..... "। আজও সেই গানটি শুনলে ভারতবাসী শিহরিত হয়ে ওঠে সেই মর্মান্তিক ঘটনার ভয়াবহতায়। মৃত্যুর ঠিক আগের দিন ৩০ এ অক্টোবর ১৯৮৪ ভুবনেশ্বরে তাঁর জীবনের শেষ জনসভাতে তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন, " আমার জীবন যথেষ্ট দীর্ঘ হয়েছে, আর এই জীবনে আমার গর্ব এটাই যে পুরো জীবনটাই আমি মানুষের সেবায় কাজে লাগাতে পেরেছি। নিজের শেষ নিঃশ্বাস নেওয়া পর্যন্ত এই কাজটাই করে যাব। আমার রক্তের প্রতিটা বিন্দু ভারতকে আরও মজবুত করার কাজে লাগবে।"

ইন্দিরা গান্ধীই হলেন ভারতবর্ষের প্রথম ও একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী যাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, আপসহীন মনোভাব ও ক্ষমতার অভূতপূর্ব কেন্দ্রীকরণের জন্য তিনি আজীবন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে বিরাজ করবেন।

১৯১৭ সালের ১৯শে নভেম্বর

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

কুয়ালালামপুরে দ্বাদশ এডিএমএম – প্লাস এর ফাঁকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং মার্কিন যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর বৈঠক

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে দ্বাদশ আসিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠক এডিএমএম – প্লাস এর ফাঁকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং আজ মার্কিন যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী পিট হেগসেথের সঙ্গে বৈঠক করেন। একান্ত বৈঠকের পর প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠক হয়।

দুই নেতা দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতার অগ্রগতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে একে আরও মজবুত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। প্রতিরক্ষা শিল্প ও প্রযুক্তি সহযোগিতা এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা যখন ক্রমশ বেড়ে চলেছে, তখন দুই নেতা পরিস্থিতির মোকাবিলায় একযোগে কাজ করতে সহমত হন।

মার্কিন যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন, প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত'কে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়। মুক্ত ও অবাধ ভারত – প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাঁরা ভারতের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে আগ্রহী।

বৈঠকের পর দুই নেতা ভারত – মার্কিন বৃহৎ প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বের খসড়ায় স্বাক্ষর করেন। এই খসড়া আগামী ১০ বছরে দুই দেশের প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

এক্স বার্তায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, "এই খসড়া আমাদের কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও নিবিড় হওয়ার সঙ্কেত। এটি আগামী দশকে আমাদের অংশীদারিত্ব আরও মজবুত করবে। আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হ'ল – প্রতিরক্ষা। মুক্ত, অবাধ ও নিয়ম-ভিত্তিক ভারত – প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমাদের অংশীদারিত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ"।

পিট হেগসেথ এক্স বার্তায় বলেছেন, "আমরা নিজেদের মধ্যে সমন্বয়, তথ্য বিনিময় ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা আরও বাড়াচ্ছি। আমাদের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এর আগে কখনও এত শক্তিশালী ছিল না"।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(একুশতম পর্ব)

ঠাকুরকে একদিন প্রশ্ন করেছিলেন, কে ছিল তার বাবা? এই প্রশ্নের উত্তরে শিব জানিয়েছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন তার বাবা। এরপরই ফের আবার সেই সাধুটি শিব ঠাকুরের কাছে জানতে চায়, তার দাদুর নাম কি ছিল? শিব জানায়, তার দাদু ছিলেন বিষ্ণু। কিন্তু এই উত্তর জেনেও দমে থাকেন নি সাধু। তিনি জানতে চান, শিবের প্রপিতামহ কে ছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর শুনে চমকে যান ওই সাধু। শিব জানায়, সে নিজেই নিজের প্রপিতামহ। কেন বলেছিলেন জানেন, সে কথায় অনুসন্ধানে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

২০০২ সালের ভোটার লিস্টের সঙ্গে কোন জেলায় কত মিল

তালিকা অর্থাৎ ২০২৫ সালের ভোটার তালিকার কতটা মিল পাওয়া যাচ্ছে তাই খতিয়ে দেখা হল এই প্রক্রিয়ায়। ২০০২ সালে নাম থেকে থাকলে, এখনও তা আছে কিনা চেক করা হচ্ছে। এদিকে স্ক্যাপিংয়ের শুরু থেকেই সীমান্তবর্তী এলাকার তথ্য নিয়ে উদ্বেগ দানা বাঁধছিল। কিন্তু ম্যাপিং শেষে দেখা যাচ্ছে হাওড়া-হুগলির মতো ভিতরের দিকের জেলাগুলিতেও 'মিল' অনেকটাই কম।

ম্যাপিং শেষের পর যে তথ্য সামনে আসছে তাতে হাওড়ার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ৩৮ শতাংশ ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। অন্যদিকে হুগলির ক্ষেত্রে তা ৫৬ শতাংশ। উত্তর ২৪ পরগনায় ৪১ শতাংশ ক্ষেত্রে এই মিল পাওয়া গিয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ। দক্ষিণ কলকাতার ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ, উত্তর কলকাতার ক্ষেত্রে ৫৩ শতাংশ, পশ্চিম মেদিনীপুরের ৬৪ শতাংশ, পূর্ব মেদিনীপুর ৬৭ শতাংশ। অন্যদিকে কোচবিহারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ৪৮ শতাংশ ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। আলিপুরদুয়ারে ৫৪ শতাংশ ক্ষেত্রে মিল, কালিম্পংয়ে ৬৫ শতাংশ, উত্তর দিনাজপুরে ৪৪ শতাংশ, দক্ষিণ দিনাজপুরে ৫৫ শতাংশ, মালদহে ৫০ শতাংশ, মুর্শিদাবাদে ৫৬ শতাংশ, নদিয়ায় ৫১ শতাংশ,পুরুলিয়ায় ৬৩ শতাংশ, বাঁকুড়ায় ৭৯ শতাংশ, বীরভূমে ৫৩ শতাংশ, পূর্ব বর্ধমানে ৭৩ শতাংশ, পশ্চিম বর্ধমান ৩১ শতাংশ, ঝাড়গ্রামে ৫১ শতাংশ।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শুক্ল পক্ষ থেকে কৃষ্ণ পক্ষ, মহীয়সী মাতৃকা থেকে ভয়াল মাতৃকায় এই যাত্রা আসলে একটি সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতি, মাতৃকাধর্ম বারবার আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস আমাদের জাতির অবচেতন মানসে ধরা আছে?

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৩ পাতার পর)

ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু দিবসে ফিরে দেখা

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী "পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু" ও রত্নগর্ভা মা "শ্রীমতি কমলা নেহেরু"। বর্তমান মুম্বাইয়ের পিপলস ওউন স্কুল, ও অক্সফোর্ডের সামারভিল কলেজে তিনি পড়াশোনা করেন। এরপর শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন কিন্তু তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ইন্দিরা গান্ধী ফিরোজ জাহাঙ্গীরকে ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন জরা থুষ্ট্রবাদী। তাকে বিয়ে করা নিয়ে পিতা জহরলাল নেহেরুর আপত্তি ছিল। সেই পরিস্থিতিকে সামাল দিতে মহাত্মা গান্ধী ফিরোজকে দত্তক সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেন ফলে ফিরোজের নাম হয় ফিরোজ গান্ধী। তারপরে ইন্দিরা সাথে তাঁর বিয়ে হয় এবং নাম হয় ইন্দিরা গান্ধী। এভাবেই রাজনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমে ইন্দিরা, গান্ধী পরিবারের সদস্য হয়ে ওঠেন।

ছোটবেলা থেকে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বড়ো হওয়ার কারণে তিনি রাজনীতির জগতে খুব সহজে ঢুকে পড়েন এবং কংগ্রেস দলে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৬৬ সালে রাশিয়ার তাসখন্দ শহরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর "লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর" অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটায় শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী দেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করেন।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল আমেরিকা এবং অন্য পশ্চিমী দেশগুলোর প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের পাশে দাঁড়ানো এবং পাকিস্তানকে পর্যদুস্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশে সর্বতভাবে সহযোগিতা করা। এই যুদ্ধে শুধুমাত্র বাংলাদেশ জয়লাভ করেছিল তাই নয় সেই সঙ্গে ভারতের প্রভাব এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে ভারতবর্ষ সেই সময় দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র আঞ্চলিক শক্তি হয়ে ওঠে। এছাড়াও তাঁর প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি বহু বহু উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - ১৯৬৯ সালে ১৯শে জুলাই ১৪ টি বেসরকারি ব্যাংকের জাতিকরণ। ১৯৭১ সালে সংবিধানের ২৬ তম সংশোধনের মাধ্যমে রাজন্য ভাতা বিলোপ ও কুড়ি বছরের জন্য ভারত-রাশিয়া মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর। ১৯৭২ সালে কোল ইন্ডিয়ার জাতীয়করণ ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের জন্য "গরিবি হটাও" কর্মসূচি এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নতির জন্য শুরু করেছিলেন "বিশ দফা কর্মসূচি"। ১৯৭৩ সালে ১লা জানুয়ারি ২১২ টি বেসরকারি সাধারণ বীমা কোম্পানির জাতিকরণ।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক জীবনে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দেশের জন্য কাজ করেছেন। অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অবলীলায়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে স্বাধীন করবার ক্ষেত্রে তাঁর যে ভূমিকা ছিল সে সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের রক্তচক্ষু তোয়াক্কা না-করে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা এবং সেনাবাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে এই কাজে সাহায্য করেছিলেন তাঁর দুই আস্থাভাজন সহকর্মী পি এন হাকসার এবং ডিপি ধর। তৎকালীন জনসংঘ নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ি (যিনি পরবর্তীকালে দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন) তিনি লোকসভায় দাঁড়িয়ে ইন্দিরা গান্ধীর এই সাফল্যের জন্য তাঁকে দেবী দুর্গার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

তবে ইন্দিরা গান্ধী যেমন সাফল্য লাভ করেছিলেন তেমনি বিপর্যয়েরও সম্মুখীন হয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনে দুর্নীতির অভিযোগে এলাহাবাদ হাইকোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেন ভারতীয় লোকদল নেতা রাজনারায়ণ। এর ফলস্বরূপ ১৯৭৫ সালে ১২ই জুন ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনী জয়লাভকে বাতিল করে দেয় এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি জগমোহন সিং। শুধু তাই নয় তিনি আগামী ছয় বছর নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না বলেও রায় ঘোষণা করেন তিনি। যদিও পরবর্তীকালে সুপ্রিমকোর্টে এই রায় বাতিল করে দেয়। এরই মধ্যে দেশজুড়ে ন্যায় আন্দোলন ও দেশব্যাপী বিরোধীদের

ক্রমশঃ

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে
কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর
Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মুম্বাইতে ইন্ডিয়া মেরিটাইম লিডার্স কনক্লেভ ২০২৫-এ ভাষণ দিয়েছেন

(শেষ ভাগ)

ছবিতে দেখা যায় তিন মাস্তুলের জাহাজ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে দেখা এই নকশা অনেক শতাব্দীর পর গ্রহণ করেছিল অন্য দেশ।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একদা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ভারতে নির্মিত জাহাজ, জানিয়ে শ্রী মোদী বলেন, পরবর্তীকালে পুরানো জাহাজ ভাঙাভাঙির ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি ঘটে এবং এখন জাহাজ নির্মাণে নতুন উচ্চতায় পৌঁছোতে প্রয়াস বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন, ভারত বড় বড় জাহাজকে পরিকাঠামো সম্পদের মর্যাদা দিয়েছে। এটি একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত, যা সমস্ত জাহাজ নির্মাতাদের জন্য একটি রাস্তা খুলে দেবে। তিনি বলেন, এতে নতুন ভাবে আর্থিক সংস্থান হবে, সুদের খরচ কমবে এবং ঋণ পাওয়া সহজ হবে। এই সংস্কারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে সরকার প্রায় ৭০,০০০ কোটি টাকা লগ্নি করবে। এই লগ্নিতে দেশজ ক্ষমতা বাড়বে, দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের প্রসার ঘটবে, গ্রীন ফিল্ড এবং ব্রাউন ফিল্ড জাহাজ নির্মাণ পরিসরের উন্নতিতে সাহায্য করবে। সামুদ্রিক ক্ষেত্রে দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং যুবসমাজের জন্য অনেক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। তিনি আরও বলেন, এই নতুন উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কাছে নতুন লগ্নির সুযোগের দরজা খুলে দেবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে ভূমিতে এই সম্মেলন হচ্ছে সেটি হল ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের ভূমি, যিনি সমুদ্র ক্ষেত্রে নিরাপত্তার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেনই শুধু নয়, আরব সাগরে বাণিজ্য পথ জুড়ে ভারতের শক্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বলেন, শিবাজী মহারাজ ভাবতেন সমুদ্র কোন সীমান্ত নয়, বরং সুযোগের প্রবেশদ্বার। প্রধানমন্ত্রী জানান, সেই ভাবনা নিয়েই ভারত অগ্রসর হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলকে দৃঢ়বদ্ধ করার জন্য ভারতের দায়বদ্ধতার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, দেশ সক্রিয় ভাবে বিশ্বমানের মেগাবন্দর তৈরি করছে। শ্রী মোদী ঘোষণা করেন, মহারাষ্ট্রে ৭৬,০০০ কোটি টাকা খরচে একটি নতুন বন্দর নির্মাণ করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ভারত প্রধান বন্দরগুলির ক্ষমতা চার গুণ করার লক্ষ্যে এবং কন্টেনার চলাচলে তার অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী জানান, এই লক্ষ্য পূরণ করতে উপস্থিত সকল পক্ষই গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এবং তাদের ভাবনা, উদ্ভাবন এবং বিনিয়োগ স্বাগত। তিনি বলেন, বন্দর এবং জাহাজ চলাচল ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ এফডিআই-এর অনুমোদন দিয়েছে ভারত এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। "মেক ইন ইন্ডিয়া, মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড" দর্শনে উৎসাহভাতা যোগানো হচ্ছে এবং রাজ্যগুলিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে। তিনি সকল দেশের বিনিয়োগকারীদের এই সুযোগ গ্রহণ করার এবং ভারতে জাহাজ ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আবেদন জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটাই সঠিক সময়।

ভারতের প্রাণবন্ত গণতন্ত্র এবং বিশ্বাসযোগ্যতাই তার শক্তি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "যখন বিশ্বের সমুদ্র উত্তাল হয়, তখন বিশ্ব একটা স্থির আলোকবর্তিকার খোঁজ করে। ভারত শক্তি এবং স্থিতিশীলতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করতে ভালোভাবেই প্রস্তুত।" বিশ্বময় উত্তেজনা, বাণিজ্য সঙ্কট এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের পরিবর্তনের মধ্যে ভারত কৌশলগত স্বশাসন, শান্তি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির প্রতীক বলে বর্ণনা করেন শ্রী মোদী। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ভারতের সামুদ্রিক এবং বাণিজ্যিক উদ্যোগগুলি এই বৃহত্তর দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। উদাহরণ হিসেবে ভারত – মধ্য প্রাচ্য – ইউরোপ ইকোনমিক করিডোরের উল্লেখ করে তিনি বলেন, এতে নতুন বাণিজ্য পথের সৃষ্টি হবে এবং পরিচ্ছন্ন জ্বালানি এবং স্মার্ট লজিস্টিক্সের প্রসার ঘটাবে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক সামুদ্রিক উন্নয়নের ওপর ভারতের নজরে জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, এই লক্ষ্যপূরণ শুধুমাত্র তখনই সম্ভব, যখন প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ এবং পরিকাঠামোর মাধ্যমে ছোট বিকাশশীল দ্বীপরাষ্ট্র এবং স্বল্প উন্নত দেশগুলির ক্ষমতায়ন করা যাবে। জলবায়ু পরিবর্তন, সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত হওয়া, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তার মোকাবিলায় সম্মিলিত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন তিনি। উপস্থিত সকলকে শ্রী মোদী শান্তি, প্রগতি এবং সমৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং সুস্থায়ী ভবিষ্যৎ গড়তে একসঙ্গে এগোবার ডাক দেন। ভাষণের শেষে প্রধানমন্ত্রী শিখর সম্মেলনে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান।

অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল শ্রী আচার্য দেবব্রত, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনওয়াল, শ্রী শান্তনু ঠাকুর এবং শ্রী কীর্তিবর্ধন সিং উপস্থিত ছিলেন অন্যদের সঙ্গে।

রাষ্ট্রীয় একতা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের আধিকারিকদের একতা শপথ পাঠ করালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং

নতুন দিল্লি, ৩১ অক্টোবর, ২০২৫

রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের আধিকারিকরা আজ দেশের ঐক্য এবং সংহতি রক্ষায় সংকল্প ব্যক্ত করতে একতা শপথ নিলেন।

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত এবং প্রধানমন্ত্রী দফতরের প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং এই শপথ বাক্য পাঠ করান।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তীতে ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী ভারত গঠনে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সম্মান জানাতে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর দফতর এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে :

"কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী @DrJitendraSingh প্রধানমন্ত্রীর দফতরের আধিকারিকদের একতা শপথ পাঠ করিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব ডঃ পিকে মিশ্র, প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব-২ শ্রী শক্তিকান্ত দাস, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শদাতা শ্রী তরুণ কাপুর, বিশেষ সচিব শ্রী অতীশ চন্দ্র এবং অন্য আধিকারিকরা এই শপথ পাঠ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।"

সিনেমার খবর

চুরির কাহিনীতে 'অধ্যাপক' নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দুর্দান্ত অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করেছেন বলিউডের নওয়াজ উদ্দিন সিদ্দিকি। কমেডি থেকে ভিলেন, সব চরিত্রেই তার ভিন্ন ধরনের অভিনয় সবাইকে মুগ্ধ করে। এবার তাকে দেখা যাবে পদার্থ বিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক হিসেবে। যিনি অপ্রত্যাশিতভাবে জড়িয়ে পড়েন চুরির বিষয়বস্তুনির্ভর চুরির কাহিনিতে।

প্রতিবেন অনুযায়ী, পরিচালক কুশাগ্র শর্মার হাইস্ট বা অভিযানভিত্তিক ছবি 'ফরার'-এ একজন মেধাবী অধ্যাপক হিসেবে দেখা যাবে তাকে। ছবিটিতে আন্তর্জাতিক অভিনয়শিল্পীরাও আছেন। হলিউডের মিশন ইম্পসিবল সিনেমার অভিনেতা ইলিয়া ভলোক থাকবেন খলনায়কের ভূমিকায়। আরেক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকবেন নিমিশা সাজয়ন।

সিনেমায় বৈশ্বিক স্বাদের সংগীত ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক থাকবে বলে জানিয়েছেন পরিচালক। এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে 'মানি হাইস্ট'-এর সুরকার ইভান লাকামারাকে। কুশাগ্র শর্মার প্রত্যাশা সিনেমাটি রোমাঞ্চকর, বিশ্বমানের করে তৈরি করতে চলেছেন তিনি।

নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির বিপরীতে ইলিয়া ভলোককে নেওয়ার বিষয়ে বলেছেন, বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃজনশীল কিছু তৈরির চেষ্টা থেকেই তাকে নেওয়া। এর মাধ্যমে শক্তিশালী, অন্য এক ভিলেনকে দেখাতে চাই, প্রচলিত ধাঁচের খলনায়ক নয়। সিনেমা ক্রমেই বিশ্বব্যাপী হয়ে উঠছে। এই বাস্তবতার প্রকাশে দুজন গুণী অভিনয়শিল্পীকে একত্রিত করা হয়েছে। বিশ্বায়িত চলচ্চিত্রের যুগে বলিউডের গল্প বলার ধরনও যেন পৃথিবীর সব দর্শকের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে পারে সেভাবেই নির্মাণ করতে চাই।

হাসপাতালে ভর্তি বলিউড অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী চিত্রাঙ্গদা সিং হঠাৎ করেই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা একটি ছবিতে তাকে দেখা গেছে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে—হাতে স্যালাইনের নল, মুখে স্পষ্ট অসুস্থতার ছাপ। তবে কী কারণে তিনি ভর্তি হয়েছেন, সে বিষয়ে কোনো তথ্য জানাননি অভিনেত্রী।

মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রামে নিজের একটি ছবি শেয়ার করে চিত্রাঙ্গদা ভক্তদের আশ্বস্ত করেছেন। ছবির ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, "খরগোশের মতো আবার দৌড়াতে ফিরব শিগগিরই!"

এই পোস্টের মাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন, খুব তাড়াতাড়িই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে আগের মতো স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চান।

চিত্রাঙ্গদা সিং সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত বলিউডের জনপ্রিয় কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজি 'হাউসফুল ৫'-এ অভিনয় করেছেন। এই ছবিতে তার সহশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অক্ষয় কুমার, অভিষেক বচ্চন, রিতেশ দেশমুখ, সোনাম বাজওয়া, নার্গিস ফাখরি, সঞ্জয় দত্ত এবং জ্যাকি শ্রফসহ একাধিক তারকা।

চিত্রাঙ্গদা খুব শিগগিরই কাজ শুরু করবেন সালমান খানের সঙ্গে 'ব্যাটেল অব গালওয়ান' নামে একটি আলোচিত সিনেমায়।

ওরা আমার পেটে লাথি মেরেছে: রাখি সাওয়ান্ত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড সিনেমায় 'আইটেম গান' নিয়ে প্রায়ই বিতর্ক দেখা যায়। তবে এই ধাচের গান এখন শুধু সিনেমায় নয়, দেখা যাচ্ছে সিরিজেও। গেল মাসে মুক্তি পাওয়া 'দ্য ব্যাডস অফ বলিউড' সিরিজেও ছিল এই গান, যেখানে নেচে দর্শক মাতিয়েছেন দক্ষিণী অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভে উগড়ে দিলেন বলিউডের বিতর্কিত তারকা রাখি সাওয়ান্ত।

রাখির দাবি, তাদের সময় আইটেম গানে ছিল এক অন্য রকম মাদকতা ছিল, যেটা এখনকার নাচে নেই।

তামান্না ছাড়াও বর্তমানে নোরা ফাতেহি, ক্যাটরিনা কাইফ, দীপিকা পাড়ুকোন, কারিনা কাপুরসহ বহু নায়িকাই আইটেম গানে নাচছেন। সম্প্রতি 'থাম্মা' সিনেমা আইটেম গানে রাশমিকা মন্দানার পারফরম্যান্স নিয়ে হয়েছে আলোচনায়। তবে 'আজ কি রাত' বা 'কাবালা' গানের মতো আইটেম নম্বরে নেচে নিজের অবস্থান তৈরি করেছেন তামান্না। বিশেষ করে 'আজ কি রাত' গানে তিনি ভেঙেছেন প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণা।

সোজাসাপ্টা ভাষায় রাখি বলেন, 'আমাদের দেখে দেখে এরা আইটেম গানের সঙ্গে নাচ শিখেছে। আগে এরা নায়িকা হতে চাইত। এখন সেই সময় চলে গেছে। এখন তারা আমাদের পেটে লাথি মেরে আইটেম নাচ শুরু করেছে। ওদের লজ্জা হওয়া উচিত। আসল আইটেম গার্ল তো আমি, এবার আমি হব নায়িকা!'

বলিউডে এখন তামান্না বনাম রাখির এই বিতর্কই নতুন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। কেউ বলছেন, রাখির দিন শেষ, কেউ বলছেন, তিনিই ছিলেন আসল আইটেম কুইন!

ব্যাটিং বিপর্যয়ে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ধরাশয়ী ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করল ভারত। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে শুক্রবারের ম্যাচে ভারত রীতিমতো নাকানিচুবানি খেয়েছে।

ক্যানবেরায় টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার পর শুক্রবার মেলবোর্নে ভারতের কাছে পরীক্ষা ছিল নিজেদের প্রমাণ করার। সেই পরীক্ষায় ডাহা ফেল সূর্যকুমার যাদবেরা। আগে ব্যাট করে ভারত তুলেছিলো ১২৫ রান। তবে সেই টার্গেটে ভারতকে জয় এনে দিতো পারলো না। চার উইকেট বাকি থাকতেই জয় পেল অস্ট্রেলিয়া। আট ওভার বাকি থাকতে। ভারতের দেয়া টার্গেট অজিরা ১৩ ওভার দুই বলেই টপকে গেছে।

সিরিজেও অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে গেল ১-০ ব্যবধানে। সিরিজ জিততে গেলে বাকি তিনটি ম্যাচেই ভারতকে জিততে হবে। আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে সবার ওপরে অবস্থান করছে ভারত। সে কারণেই নিজেদের মাইটি ভাবছিল সূর্যকুমার যাদবের দল। তবে অস্ট্রেলিয়া দেখিয়ে দিল, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস থাকা ভাল নয়। বাস্তবের মাটিতে পা রেখে চলতে হয়। মেলবোর্নে ভারতের ব্যাটিং, বোলিং সব বিভাগই ব্যর্থ। ১২৫ রান নিয়ে এমনিতেই টি-টোয়েন্টিতে লড়াই করা কঠিন। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়াও ছয়টি উইকেট হারিয়েছে।

টসে হেরে সূর্যকুমারের দল প্রথমে ব্যাট করতে নামে। তৃতীয় ওভার থেকেই শুরু হয় ব্যাটিং বিপর্যয়। শেষ ১৮ ওভার ৪ বলে অলআউট হয় টিম ইন্ডিয়া। মাঝে এক বার অভিষেক শর্মা এবং হর্ষিত রানার জুটি বাদে বাকি সময় ছিল আসা আর যাওয়া। শুভমন গিলের (৫) ফেরা থেকে শুরু। এর পর থেকে প্রায় প্রতিটি ওভারেই নিয়ম করে উইকেট পড়েছে। সঞ্জু স্যামসন (২), সূর্যকুমার (১), তিলক বর্মা (০), অক্ষর পটেল (৭) কেউ টিকতে পারেননি। ভারতের ইনিংসে দুই অঙ্কের রানে পৌঁছেছেন মাত্র দু'জন; অভিষেক (৬৮) এবং হর্ষিত (৩৫)।

এশিয়া কাপ ট্রফি: বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন নাকভি, শ্রীলঙ্কা এবং আফগানিস্তানের সমর্থন ভারতকে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টিম ইন্ডিয়া এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর কয়েক সপ্তাহ কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনও ভারতের হাতে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি আসেনি। এসিসি প্রেসিডেন্ট তথা পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভি সেই যে বগলদাবা করে ট্রফি নিয়ে গেলেন, তা এখন তালাবন্দি অবস্থায় পড়ে রয়েছে আমিরশাহিতে এসিসির সদর দফতরে। নাকভির কড়া নির্দেশ, তাঁর অনুমতি ছাড়া ভারতের হাতে ট্রফি দেওয়া যাবে না।

এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল এবং পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড প্রধান মহসিন নকভি ভারতকে ট্রফি প্রদান করতে এখনও রাজি নন। তবে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড আফগানিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড এই বিষয়ে ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে।

এসিসির একটি শীর্ষ সূত্র সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছে, নাকভি স্পষ্টভাবে বলেছেন, বিসিসিআইয়ের একজন প্রতিনিধিকে দুবাইয়ে এসিসির সদর দফতরে এসে তাঁর কাছ থেকে ট্রফিটি নেওয়া উচিত। তবে, ভারতীয় বোর্ড এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। বিসিসিআই এখন আগামী মাসে অনুষ্ঠিতব্য আইসিসির সভায় এই বিষয়টি উত্থাপন করবে।

সূত্র অনুসারে, 'বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া, এসিসিতে ভারতের প্রতিনিধি রাজীব শুক্লা এবং শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান বোর্ডের কর্মকর্তারা গত সপ্তাহে নাকভিকে ট্রফিটি ভারতের কাছে হস্তান্তরের জন্য একটি চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু নাকভি উত্তর দিয়েছিলেন যে, বিসিসিআইয়ের একজন কর্মকর্তাকে দুবাইয়ে এসে ট্রফিটি নেওয়া উচিত।'

পর্তুগালের দলে ডাক পেলেন রোনালদোর ছেলে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কিংবদন্তি বাবার দেখানো পথেই হাঁটছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো জুনিয়র। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই এবার পর্তুগালের অনূর্ধ্ব-১৬ জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন তিনি। তুরস্কের আন্তালিয়াতে অনুষ্ঠিতব্য 'ফেডারেশন কাপ' টুর্নামেন্টের জন্য ঘোষিত ২২ সদস্যের দলে প্রথমবারের মতো জায়গা করে নিয়েছেন 'ক্রিশ্চিয়ানিনহো' নামে পরিচিত রোনালদোর ছেলে।

রোনালদো জুনিয়র এর আগেও অবশ্য পর্তুগালের জার্সি গায়ে জড়িয়েছেন। দেশের অনূর্ধ্ব-১৫ দলের হয়ে তিনি পাঁচটি ম্যাচ খেলেছেন। গত মে মাসে ক্রোয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত ভ্লাতকো মার্কোভিচ টুর্নামেন্টের ফাইনালে জোড়া গোল করেন তিনি।

বয়সভিত্তিক দলে বাবার বিখ্যাত ৭ নম্বর জার্সি পরে খেলেছেন রোনালদো জুনিয়র। এমনকি রোনালদো যে পজিশন থেকে ক্যারিয়ার শুরু করেছেন, সেই লেফট উইংয়েই খেলছেন রোনালদো জুনিয়রও। জাতীয় দলের বয়সভিত্তিক দলের পাশাপাশি বর্তমানে সৌদি ক্লাব আল নাসরের যুব দলেও খেলছেন রোনালদোর ছেলে। এর আগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও জুভেন্টাসের একাডেমিতেও খেলেছেন রোনালদো জুনিয়র।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR